কবিতা

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা*

লাইট হাউজ

১

কি এমন আফসোস অভিমান ছিল তুমি চলে গেলে, সব
হিসাব নিকাশ বিবেচনাধীন আয়োজন, সেরা বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসকগণের কিস্‌কিস্‌ পর্যালোচনার ক্ষান্তি ছিলনা–
এইটুকু কৌশল যমের থাবার মধ্যেও রোগীকে কেমন
করে আয়ুষ্মান রাখা যায়, সে প্রযুক্তি বাঁধা টপ্‌ট্‌প্‌
অবিরাম পড়ছেই তো লবণের ফোঁটা, শিরা রক্তপ্রবাহ
টানে,
অনিচ্ছুক বারান্দায়
আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সুহৃদ
প্রজন্মিক সাংবাদিকগণ–
একজন রাগী স্টাফ রিপোর্টার ভীষণ বিরক্ত, এত দেরি হচ্ছে
কেন মৌটুসির সঙ্গে ডেট অবহেলা মনে করলে কারবার
খতম, এবং অবিচুয়ারি লেখা আরেক ঝামেলা
এসব গোবদাগাবদা বলদা লোকের বাড়িতে
জন্ম তারিখটাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রখ্যাত হৃৎপিন্ডবিদ ঠোঁটের কোনে হেসে মন্তব্য করতে
করতে যাচ্ছিলেন; বাহ্‌ যেরকম ভিড় পত্রিকার কলাম বেশ
লম্বা হবে তা নি:সন্দেহ কিন্তু যে যত মারপ্যাঁচ খেলাই খেলুক না
ডাক্তারদের দোষী করতে পারবে না–
একটা মুমূর্ষু লোককে বিদেশগামী জাহাজে তোলার অনুমোদন
দিয়ে তাঁরা অপরাধী হতে যাবেন কেন-তাছাড়া উনিতো জীবিত নয়ই
শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রটা থামিয়ে দেওয়া মাত্রই বেমক্কা
অক্কা পাবেন!
আছে যখন থাকনা আরো কিছুক্ষণ, টরেটক্কা টরেটক্কা
টক্কা টরে টরে কবে উঠে গেছে! ছট্‌ ছট্‌ ছট্‌ ছট্‌
কেবা খোঁজ করে তার, আর ইমেইল করার চাইতে হাতের
পাঁচ আঙুলই আসল ভরসা
দু'চারটে চ্যাংড়া নেতাও গুণীজন খুঁজে বেড়াচ্ছে সবার আগে

* বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাক্তন অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মিডিয়া ধরতে।
(–কোরাস–
যাক্ যাক্ যাক্
যা ইচ্ছা করুক)

২
তুমি চলে গেলে, কেন গেলে কেন গেলে কঠিন অংক কষেও
ফল মেলাতে পারিনা; জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি এলজেবরার
নিয়ম খুব হতাশায় থাকে চেয়ে, হার মানে আপেক্ষিকতা :
অবশ্য আমার মতো তুমিও বলতে অমাবস্যা গ্রাস করেছে
গর্ত কাঁকরভরা ঘনকৃষ্ণ তমসায় কেমন করে পথ
চলা যায়, দৃষ্টিতেও যায়না দেখা কিছুই, কি চাইবো?
কি করবো কামনায় কিঞ্চিৎ সুগন্ধ শুধু পাই, আঁচলের
উঁছলানো নাকেমুখে, অন্যকেউ নয়, নিশ্চয়ই চলে যায়
প্রিয়তমা। তারপর থাকে; কি আর থাকতে পারে? শূন্যস্থান!
শুনবে কি তুমি কোথাও থেকে, হতে পারে পাহাড় অরণ্যও
বলছি আন্ধারে আমরা ছুটছি কোদাল হাতে কাঁধে বেলচা
তোমাকেও যদি পেতাম গলায় গলায় টেনে নিয়ে যেতাম
যম বলে পাবে না কোথাও, কান বলে ভাঙা হাস্য তবে কার?
ছায়াও যদি হয়ে গিয়ে থাকো কোথা যাচ্ছ? বুঝি ধরা দেবেনা!

অমাবস্যাকে তুমি ঘৃণা করেছিলে এখন দেখছি তারও
চাইতে অধিক অন্ধকার! সূচিভেদ্য! ঝাপটা মারে বাড়তি
বাতাস, আকাশজোড়া নিবেসিত থরে থরে বজ্র থম্থম্
উত্তাল সাগর কল্কল্ ছল্ছল্ বিজলির চক্ষুতারা
বারবার করে ঝিক্মিক্, দানবিক পাখা ঝাপটিয়ে একি
মহাঝটিকার সংকেত! আমাদের ধ্বংস করে এত শক্তি কার ?
উঠছে নামছে তরঙ্গে তরঙ্গে আমাদের লঞ্চ, না ডুবতে
দেবোনা দেবোনা। শক্ত করে ঘোরাও হে সারং তোমার চাকা–
ওই জ্বলছে নিভছে স্তম্ভ বাতিঘর দুর্যোগবিদারী আশা:
এযে বিস্ময় হে বন্ধু আমরা দু:সাহসী হতেই এসে যাই–
একি! মহাগ্রন্থশালা। তুমি সমাপ্ত। বই সাজিয়ে বসে আছ –
বল্লে আমায় 'তোমার লেখা স্বর্ণশস্য পতাকা উড়িয়ে যাও'
(–কোরাস–
যাও যাও যাও
মশাল জ্বালাও)

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক*

হে ফেব্রুয়ারি তুমি ফাল্গুন হও

হে ফেব্রুয়ারি তুমি ফাল্গুন হও।
হে ফাল্গুন তুমি অন্য কিছু নও।

হেথা মোদের ভাষার তরে
কতো শহীদের রক্ত ঝরে
আজি মোরা বৃথা যেতে দেবো না তারে।
হে মম জাতি নন্দিত তুমি নিন্দিত নও
হে ফেব্রুয়ারি আজি তাই ফাল্গুন হও।

হে দাদী, তুমি বাবা হও।
তুমি তো বাবা মোর, তুমি ফধফফু নও।
হে মোর জন্মদাতা জন্ম দিয়েছো তুমি
লালন করেছো অতি যতনে ধন্য আমি।
কিন্তু হায়
ওরা ঠেলে দিতে চায়
তোমা থেকে আমায়
বহু দূরে
পিতা-পুত্রের সীমানার ওপারে।
হে পিত:, তুমি বাবা হও
তুমি আমার দাদী নও।

হে মামী, তুমি মা হও
তুমি আমার মা, সঁসসু নও।
তুমি ধরেছো মোরে উদরে
শত কষ্টে শত যাতনায়
তিলে তিলে সয়েছো অনেক বেদনা

---

* ভাইস চ্যান্সেলর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

লালনে পালনে।
আজ নিষ্ঠুর ওরা
ঠেলে দিতে চায় আমাকে
তোমা থেকে অনেক দূরে
মিটাতে চায় মম ধরাকে
জননী আমার মাকে।
হে মা, তুমি মামী নও
তুমি আমার মা হও
মা হয়েই থেকে যাও
মম ভুবনে।

হে মোর প্রিয় দেশ, হে মোর জাতি
তুলে ধরো আজ নিজ পরিচয়
উঁচু করো ঝাণ্ডা
ভেঙ্গে দাও জিঞ্জির
দূর হোক শিকল মানসিক গোলামীর
দাঁড়াও বিশ্বে উন্নত শির।
তোমারই থাকুক তোমার ভাষা
মন মনন সংস্কৃতি।
হে মম কৃষ্টি নন্দিত তুমি নিন্দিত নও
তবু আজি কিসের লাগি
পর রঙ্গে রঞ্জিত হও।

হে মোর জাতি, তুমি তুমিই হও
তুমি প্রাচ্য নও, প্রতিচ্য নও।
তুমি ডান নও, বাম নও।
তুমি তুমিই
তুমি শুধুই তুমি হও।
হে ফেব্রুয়ারি আজি তুমি ফাল্গুন হও।

প্রত্যয় জসীম*

সালাম আমাদের ভাষামানব

আশাপাখি ভাষাপাখি সবপাখি পুষে রাখি
প্রাণের গভীরে-বুকের পাঁজরে পাঁজরে
রফিক বরকত জব্বার সালাম-
স্বাধীনতার প্রথম সূচক-মুক্তির কালাম
তোমাদের জন্য কান্না ঝরে অঝোরে...
তোমরা ভাষামানব দিয়েছো বাঙালিকে আশা
বাংলাভাষা আজ বিশ্বজুড়ে সর্বমানব ভাষা
একুশ আজ কেবল বাঙালির ভাষা দিবস নয়
একুশ আজ মাতৃভাষা দিবস-বিশ্বময়...
সালামের গ্রাম সালাম নগর আজ বিশ্বগ্রাম
রফিক-জব্বার-বরকত মানে অবিনাশী সংগ্রাম
তোমাদের মুখ আজ সব বাঙালির মুখ
তোমাদের শোণিত ধারায়-পেয়েছি মুক্তির সুখ...
একুশের মিনার আজ বিশ্ববাসীর মাতৃভাষা মিনার
ভাষা শহীদ তোমরা আমাদের-ভাষামানব-ভাষামিনার।

* গবেষক, প্রাবন্ধিক, কবি।

সামসুজ্জোহা*

স্বরূপা চন্দ্রমুখী

বাংলাদেশ
তুমি ধনবতী, রূপবতী, স্বরূপা চন্দ্রমুখী
তোমার অমলিন রূপে ঐ পাকিস্তানি –
ঘাতকের দল হয়েছিল ফেরারী।
স্বজাতি মোদের হয়েছিল অমিত্র বাহিনী
তোমার পূর্ণোপমা করিতে বধ
জেগেছিল ওদের বুকে
একটুখানি সাধ।

তোমার বুক ভরা ফসলের দোলা
দু'চোখ ভরা মাছের খেলা
আর মন মাতানো পাখির গান
ওরা চেয়েছিল করিতে নিষ্প্রাণ।

সব লুটে-পুটে তোমায় চেয়েছিল
পড়াইতে ভিক্ষার ঝুলি
পাইতে তাদের দ্বারে
তব ভিক্ষারিণী।

তোমার বীর সেনারা কেমন করে
বরিবে মায়ের যন্ত্রণাকে,
তাই ত ওরা জেগেছিল বাংলা বলে
শিকারী বাঘের সাজটা পরে।
চক্ষু সব অগ্নি চাকা
শীর নুয়েছে শত্রু যারা।

* শিক্ষার্থী, বাংলা, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

জাহানারা খান*

মায়ের কথা

খোকা মোর যুদ্ধে গেছে সেই একাত্তুর সনে,
কত-দিন কত-রাত ঠিক নেই তা মনে।
হাজার বার দিনে গুণি তবু হয় ভুল,
আয় খোকা ঘরে আয় খালি মায়ের কোল।
যুদ্ধে গেলে মাকে বুঝি যেতে হয় ভুলে,
তোর লাগানো বকুল গাছ ভরেছে ফুলে ফুলে।
তবু তুই ফিরবিনে! আসবিনে এ ঘরে,
তোর তরে যে দুঃখিনী মা কেঁদে কেঁদে মরে।
বিদায় বেলা বলেছিলে– আমায় মনে হলে,
বসো যেয়ে মাগো তুমি ওই বকুল তলে।
তাই তো আমি প্রহর গুণি বকুল তলে বসে,
কেউবা আমায় পাগলী বলে কেউবা মুচকি হাসে।
সব স্মৃতি ভুলে গেছি মনে আছে একটি কথা,
পাক-সেনাদের নির্মম আর নিষ্ঠুর বর্বরতা।

মাসুমা আকতার*

শূন্যতা সংজ্ঞাহীন

শূন্যতার নাকি কোন সংজ্ঞা নেই। কিন্তু–
তিক্ততায়, শিক্ততায়, অভিজ্ঞতায় অবশেষে জানি
আমি– তারও একটা সংজ্ঞা আছে।
হারানোর বেদনায় থাকে শূন্যতা-
না পাওয়াতে থাকে শূন্যতা-
বেদনাহীন জীবনেও থাকে শূন্যতা-
বসবাস তার মনোবিন্দুতে।
সৃষ্টে উঠে সে, আত্মার প্রকৃতিতে-
ঘুরে বেড়ায় সে, অবয়বের প্রতি কণায়-

---

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

*শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

শূন্য মূর্তি ধরে। তারপরও-
শোনা যায়, শূন্যতা সংজ্ঞাহীন।

মোঃ ফিরোজ হোসেন রিতু*

অনির্বাণ (সনেট)

দৃষ্টি মেলে তাকাও, ধরণী পরে চাও,
খাদ্যাভাবে শিশুর রোদন, খুন-হত্যা;
অসহায়, নিষ্পাপ বালিকা নির্যাতিতা
নিদ্রিত তুমি? আশ্চর্য! কেমনে ঘুমাও?
শোষণের জাতাকল করছে পেষণ
সম্পদ লোভে কত দেশ আজ লুণ্ঠন।
লালসা! সন্তান হারা মার আর্তনাদ
সভ্যতা, মানবতা ক্ষয়িষ্ণু বরবাদ॥

নিদ্রাকে ছুটি দাও, উঠ - হও জাগ্রত
অবিচার, অত্যাচার কর প্রতিহত।
কর বিদ্রোহ ঘোষণা, শুরু হোক যুদ্ধ
আত্ম তৃপ্তিতে দোহাই থেক না আবদ্ধ;
কি হবে? যায় যাবে ন্যায়ের তরে প্রাণ,
তবু জ্বালিয়ে যাও সত্যের অনির্বাণ॥

মোঃ জিয়ারুল ইসলাম*

সংশোধন

কি করলাম জীবনটা হায়, ফিরে পাবার নয়–
এ জীবনের দুঃখগুলো মোচন করার নয়।
যা করেছি ভুল করে নাইরে কিছু নাই,
এ ভুলের সংশোধন হবে কখন রায়।

যদি জানতাম এ ভুলের হবে না কখনো সংশোধন,
তবে যে করেই হোক করতাম মনের বোধন।
পরেছি এ ভুলে যখন ফিরে আসার নয়,

---

* শিক্ষার্থী, সরকার ও রাজনীতি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।
* শিক্ষার্থী, স্যোসিওলজি এন্ড এ্যানথ্রোপলজি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মরনের পরে যদি ভুল সংশোধন হয়।

মুহাম্মদ জুবায়ের রহমান চৌধুরী*

ধরণী

নিজেরই অজান্তে সবার অলক্ষ্যে
কোন এক শুভ কিংবা অশুভ মুহূর্তে
ধীরে ধীরে টের পেলাম বেদনার ছায়া
সুখে বা দুঃখে আগলে রেখেছে

তবুও উদাসী এক মানুষ আমি
পথ ভোলা পথিকের ন্যায়
ছুটে চলেছি, তুমিও চলো আমার সাথে
দুঃখিনীর দু'চোখের অশ্রু মুছে দিতে

চাই কিছু বিশুদ্ধ মানুষ
ভোরের সূর্যটাকে রাঙাতে
চাই কিছু অতৃপ্ত আত্মা
পৃথিবীটাকে নতুন করে সাজাতে

চলো নিজেকে আলোকিত করি
নয়া দিগন্তের পথ উন্মুক্ত করে
সাজিয়ে ফেলি আমাদের এই অগোছালো
স্বপ্নীল স্বর্গযোগ্য ধরনীকে।

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম*

কর্মের বেদনা

হয়ত আমায় তোমাদের মাঝে যাবে নাতো দেখা,
তাই হৃদয়ের মাঝে ধারণ করি মানচিত্রের রেখা।
একটার পর একটা হয় সমস্যার উদ্ভাব,
বর্তমান যুগে বেশির ভাগ ঘটে অন্যায়ের প্রভাব।
একটু থামে ফের ছুঁটে যায়,
কি করে প্রতিপক্ষকে হারায়।
শান্তিভাবে কাজ নাহি করে,
এক জনের ঘাড়ে আর একজন পরে।
এভাবে দিনের পর দিন চলে যায়,
কাজের মধ্যে শান্তি নাহি খুঁজে পায়।
মুখের সামনে জিনিস-পত্র মেরে যায় চলে,
বেয়দবী হয়ে যাবে কেউ যদি তা উল্টে ফেলে।
নিরপরাধ মানুষের হাহাকার,
সুস্থভাবে কাজ করার নেই কি তাদের অধিকার।
নির্যাতন আর নিষ্পেষণের ভয়ে তারা মুখ নাহি খোলে,
মুখ খুললে তাদের যায় চাকুরীটা চলে॥

* শিক্ষার্থী, বাংলা, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোঃ কামরুজ্জামান*

তুমি যদি চাইতে

তুমি যদি চাইতে
ছিনিয়ে আনতাম আমি তোমাকে
ঝড়-বুষ্টি-প্লাবন তোমাকে আটকে রাখার মত
যত নরপশুর বাধা আসুক না কেন?
সবকিছু ভেঙ্গেচুড়ে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে
বেধে আনতাম আমি তোমাকে।

তুমি যদি চাইতে
অথৈ সাগর আমি দিতাম পাড়ি
তুমি সাগর হয়ে আমায় ভাষাতে
আমি অনিন্দ সুন্দর তোমার বুকে সুখের প্রহর কাটাতাম
আমি মেঘ হয়ে আকাশের বুকে চলে যেতাম
আবার বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতাম তোমার বুকে॥

* শিক্ষার্থী, বাংলা, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

শাহিদা খানম*

হে মহামানব

হে মহামানব–
যে আলো তুমি জ্বেলে গেছ,
তার নিচে দাঁড়িয়ে থাকার যোগ্য আমি নই।
দীপ্ত সাধ জাগে–
তোমার জ্ঞানের জলে,
আমার হৃদয় জুড়াই।
দূরুদ পাঠে রমজানের রাতগুলো–
হয়ে থাক তোমার নূরের আলোয় আলোকিত,
এই সুন্দর পৃথিবীতে ফুটুক আরো মানবতার
জ্যোতির্ময় ফুল।
তারা গেয়ে যাক তোমার শ্রেষ্ঠ দূরুদ,
আমি বন্দী শিকল ভেঙ্গে–
জেগে থেকে আমার আঁচল ভরাবো তোমারি
আলোর ফুলে।
জীবনের অন্তিমে সারাটা পথ যেন
তোমারি আলোয় চলে যেতে পারি–
হে মহামানব।

* কো-অর্ডিনেটর, দূরশিক্ষণ ও মানবিক বিজ্ঞান বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

এম. নাজেম উদ্দীন ছানবী*

প্রত্যয়ী হবো

স্বপ্নের পৃথিবী–
শকুনিরা ওৎ পেতে থাকে
লুণ্ঠিতে আধার,
কখনো গ্রাসে করুণ শ্বাসে ,
কখনো হায় রাক্ষসী ত্রাসে–
লুণ্ঠিত, দলিত,
আমার পৃথিবী ॥

সুদ, ঘুষ দুর্নীতির স্রোতে–
ভেসে বেড়ায় মুখোশধারী,
বলে-এত হাদিয়া জনাব!
বেঁচে থাকার সরল পথ!
নাহ্, এসেছে সময় রুধিতে তাদের–
ভেঙ্গে দিতে সব কালো হাত,
আবার প্রত্যয়ী হবো মোরা
নব সু-প্রভাত ॥

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

এস এম ত্বাহা*

ভালবাসার কবিতা

প্রতিটি মানুষের মাঝে কোথাও না কোথাও
একটা হৃদয় আছে,
দুই চোখের পেছনে আছে এক বিশাল সমুদ্র
আর মনের মাঝে আছে –
এক বিশাল তারা ভরা আকাশ। এই দুই বিশালতার
মাঝে যখন,
হৃদয়টা এসে বসে, সৃষ্টি হয় তখন কবিতার।
এই কবিতাগুলোর তখন নাম হয়
"ভালবাসা"
চার অক্ষরের ছোট্ট একটি শব্দ
কিন্তু –
এই ছোট্ট শব্দই হতে পারে অন্তহীন আকাশের মত
হতে পারে গভীর সমুদ্রের মত।
এই একটা শব্দ জুড়ে দিতে পারে
এক অদৃশ্য সম্পর্ক
প্রকৃতির সাথে, মানুষের সাথে,
আর তোমার সাথে।

* শিক্ষার্থী, বি বি এ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

জামসেদ ওয়াজেদ*

ভালো আছি অসহ্য রকম

তোমাকে বিশ্বাস করে ভাল আছি অসহ্য রকম
বরফ সকাল তাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয়ে উঠে দিন
রমণীয় ভুলগুলো শুদ্ধ করে পৃথিবী প্রবীণ
আমাকে চেননা তুমি; তোমাকে তো চেন আরো কম॥

প্রিয় ফুল প্রিয় পাখি রোদখেকো এই বরষায়
আহত বৃষ্টিতে ভিজে তুমি হও বেহেশতি হুর
মুখোমুখি সময়েরা পালিয়েছে আজ বহুদূর
কষ্টের তছবি গুণে অপেক্ষার দিন কেটে যায় ॥

এখন রাতের মতো দিন জুড়ে শুধু অন্ধকার
সুখ নামে আলো খুঁজি পৃথিবীর জমিনে বাতাসে
সুখেরা বেড়াতে গেছে মাটি ছেড়ে দূর মহাকাশে
সুদীর্ঘ চুলের ঘ্রাণে নেমে আসে মহা-অবতার ॥

আপন পৃথিবী জুড়ে প্রিয় মুখ হয়ে উঠে লাল
যুগল জ্যামিতি ভেঙ্গে সাঁতরায় সময় মাতাল ॥

* সম্পাদক, জলছবি (প্রাক্তন শিক্ষার্থী), বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

রবিউল আলম ফিরোজ*

সুচিত্রাকে সন্ত্রাসী প্রেমিক

পলকে থমকে যাবে সাগরের যত জোয়ার,
চাঁদ জোছনা দুনিয়াতে কেউ দেখবেনা আর।
হু হু করে আসবে নেমে নূহের সেই প্লাবন,
বিকিয়ে দেবো সবুজ শ্যামল বন-কানন॥

শূলে চড়ানো সেই ঘটনা আবার পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে পড়বে এ মন যদি চাও ভেঙ্গে দিতে।
স্থির হয়ে যাবে পৃথিবীগোলক এক নিমিষে,
নক্ষত্র সব হোঁচট খাবে খুঁজে পাব না'কো দিশে॥

আগুন জ্বলবে ফুলের বনে পুড়বে হিরোশিমা,
নাগাসাকি আর মরবে ইহুদ ছড়াবে দ্রোহিমা।
প্রশান্ত আর আটলান্টিক কিংবা ওই ভারত,
সব সাগরের জল শুকাবে এমন গভীর ক্ষত॥

আসবে আবার হামান কারুণ নিষ্ঠুর ফিরাউন,
ধ্বংস-যজ্ঞ আঁকবো বুকে সমাজে লাগাবো ঘুণ।
বিসুভিয়াসের লাভার মতো আমার বুকের জ্বালা,
তোমার আমার এই বাংলাদেশে ঘটাবে কারবালা॥

কিছুই ঘটবে না এসব হবনা কু-কর্মের কাজী
সুচিত্রা যদি হেসে বলে–"ভালবাসতে আমি রাজি"

* শিক্ষার্থী, ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

প্রেমাংশু শংকর মালো*

জীবনের চেতনা

চলছে মানুষ ঘুরছে চাকা
দেশ বিদেশে আঁকাবাঁকা,
দেশের নামে হচ্ছে কথা
রাজনীতিতে মাথাব্যথা ॥

ব্যথার ব্যথী হচ্ছে কারা
দুঃখে যাদের জীবন গড়া,
গড়বে জীবন কি করিয়া
জীবন গেছে ক্রুদ্ধ হইয়া॥

বড় বড় বোয়ালেরা
হাতছানি দেয় লোভ দেখিয়া,
লোভের নেশায় যাচ্ছে যারা
শুষ্ক নদীর রোধীর ধারা ॥

ধনীর বুকে পড়ছে ধরা
মরছে তারা অচিন পাড়া,
যেও নাগো হাত ছানিতে
জীবনটাকে অক্ষম করতে
কর্মজীবি হয়ে পড় –
সুখের চেয়ে দুঃখ বড়॥

* শিক্ষার্থী, বি এস এস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মো ঃ শহীদ দাদ খান*

জামাই আদরে পাটশাক

জামাই আদরে প্রকৃত ভূমিকা কম বেশি কার,
এ নিয়ে তর্কের সীমা অতিক্রম করে যায় বার বার।
শ্বশুর হাকে আমার ভূমিকা মূখ্য বলে সবাই জানে,
এ কারণে জামাই বাবা শ্বশুরের সব কথাই মানে।

কিন্তু শাশুড়ির কথা যদি জামাই বাবা ভুলে যায়,
তুলতুলে ভুড়ি চুপসে সে মরবে নির্ঘাৎ ক্ষুধার জ্বাল্ায়।
খাদক জামাই একদা গেল স্বাদের মজার শ্বশুর বাড়ি,
খাবারের লোভে শাশুড়ির পাছে চলে তার ঘুরাঘুরি।

লোভনীয় খাবারের ভীরে ডাইনিং টেবিলে নেই ফাঁক,
অগুনতি আইটেমের পরে সেথা যোগ দিয়েছে পাটশাক।
শাকের পর শাক দিয়ে সাড়ছে শাশুড়ি জামাইর ভোজ ,
ক্ষুধার্ত জামাইর চোখে আগুন -বলে, আমিতো আসি না রোজ।

আবার যখন শাকের পালা জামাই বলে উঠলো তেঁতে
পাটের ক্ষেতটি দেখিয়ে দিলে নিজেই যাব পাট ক্ষেতে॥

* শিক্ষার্থী, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

আসমা আক্তার*

তোমায় নিয়ে

বন্ধু তোমার ভালবাসা মনে বাধে আশা,
তাই তো বন্ধু তোমায় নিয়ে বাধব সুখের বাসা।
সেই বাসাতে থাকব মোরা ছোট্ট টোনাটুনি,
হেসে খেলে দিন কাটাবো তুমি আর আমি।
তুমি আর আমি মিলে বিশ্বাসেরই শেকড় দিয়ে,
তৈরী করবো নতুন কিছু তাজমহলে গিয়ে।
তোমায় নিয়ে বন্ধু আমি যাব মেঘের দেশে,
মেঘের টিপ পড়িয়ে দিও আমার কপোলেতে।
তোমায় নিয়ে বন্ধু আমি গড়বো সুখের নদী,
সেই নদীতে ভেসে যাবো তুমি আর আমি।

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ*

মা

শ্রদ্ধা করি মাকে আমি ভক্তি করি তাকে,
ধন্য আমায় দিতে হয় যে সৃষ্টি বিধাতাকে।
পৃথিবীতে দামি জানি দামি আমার মা,
কলিজা কেটে খাইয়ে দিলেও–
তাঁর ঋণ যে শোধ হয় না।
জন্মেই দেখেছি প্রথম যে আমার মাকে,
ধন্য মাটি ধন্য জীবন ধন্য বিধাতাকে॥

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোঃ জহিরুল ইসলাম জুয়েল*

শ্রাবণের খরস্রোতা নদী

তুমি কবি হলে
আমি হব তোমার কবিতা
তোমার বুকের ভেতর জমে থাকা আবেগ হয়ে
আমি ঝরবো
আমাদের মাঝে হবে গভীর সম্পর্কের হৃদ্যতা
তুমি আষাঢ়ের মেঘে ঢাকা আকাশ হলে
আমি শ্রাবণের খরস্রোতা নদী হবো
তোমার স্পর্শ আমার দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে
পরিপূর্ণ হবে আমার হৃদয়ের ষোলআনা
তুমি বসন্তের ফুল হলে
আমি ভ্রমর হয়ে তোমাকেই খুঁজব অনন্ত
হৃদয়ের গভীর মমতা ভরে
রাখব তোমায় মনের ছোট্ট কুটিরে
তুমি আমার হলে আমরা দু'জনে করব
দু'জনের ভেতর বসবাস
তোমার হৃদয় জমিনে ফোটাব
আগামীর ফুল॥

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ আবুল কালাম*

দু'টি বোন

সুখের লাগিয়া কেঁদে ফিরি আমি–
সুখ নাহি ধরা দেয়,
এর চেয়ে বড় হতাশা
আর না দেখা যায়।
টিয়া পাখির মতই আমি খাঁচায় বন্দী থাকি ,
সুন্দর এই পৃথিবীর পরে কত আয়ু আছে মোর বাকি।
মীযানের পাল্লায় নেকী বেশি দিয়ে,
প্রভু , নিও মোরে কোলে তুলে।
আমার বড় আদরের দু'টি বোন মিলে
বাবা মায়ের মনটা দিবে ভরে
বোঝা হয়ে তারা রবে না জানি
নতুন নতুন বিদ্যা শিখে
হবে তারা বিশ্বজয়ী ॥

* চাকুরিজীবী, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি*

ভোলা মন

আজ ডাকিয়া ডাকিয়া প্রভাত যাবে
নিত্য নতুন সরাব সুরে
বাজবে গগন গভীর তানে
ছন্দ মেতে বেহুশ রবে
তোমার সজাগ প্রাণ।
ওগো ডাকিয়া যাও এমনি করে
মন্দক্রান্তি ছন্দ এঁকে
সকল বাঁধা যাবে টুটে
স্তব্ধ সন্ধ্যা পেরুয়ে যাবে
আজকের ক্ষ্যাপা গান।
মেতেছে সকল রবি শশী
বায়ুচক্রে আসবে কবি
মগ্ন তোমার প্রাণ,
পাবে যে আজ পরম সে সাজ
তোমার পাগল প্রেমে
ওগো সকাল দুপুর ডাকিয়া যাও
এমনি ভোলা মনে।

* শিক্ষার্থী, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

শ্যামল কুমার বিশ্বাস*

কবে পাবো তোমাকে?

তোমাকে আপন করে কবে পাবো বলোতো?
একটি করে দিন চলে যায়, তারপর মাস পেরিয়ে বছর–
আমি অপেক্ষায় গুণি সময়ের প্রতিটি প্রহর ।
সব বাঁধা ভেঙ্গে তুমি আমার হবে, একান্তই আমার
আমার আরশিতে বধূ বেশে কবে ধরা দিবে বলোতো?
আমি গুণে গুণে ভুল করে আবার যে তা গুণি
কবে শেষ হবে আমার চাওয়া, না জানি আমি না জান তুমি।
তবুও আশায় থাকি হয়তো অচিরেই পাবো তোমায়,
হয়তো বেশিদিন নয় আমি তোমায় পাবো নিশ্চয়।
শিয়রে জ্বালিয়ে বাতি দু'জনে মিলে জাগব রাতি
হাতে রেখে হাত আবার কবে বলোতো?
হবে ভালবাসাবাসি হবে মধুর মিলন দু'জনে
দু'টি দেহ এক হবে, হবে মিলন দু'টি মনে মনে।
বুকের গহীনে পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনার হবে অবসান
সখি তোমার তরে সপিব আমার এই মন প্রাণ।
সখি তোমার দু'চোখে রেখে মোর দুই চোখ
আকুণ্ঠে পিয়োবো মর্তলোকের যত আছে সুখ
সখি কবে হবে সেই মধুর লগন -বলোতো?
বিরহের এই কণ্টক পথ পাড়ি দিয়ে
আমার এই মরুসম বুকে মুখ লুকিয়ে
ভালবাসার বিশুদ্ধ সরোবরে তুমি আবার কবে
অবগাহন করবে বলোতো?

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।